কুসুমনগর

অভিজিৎ তরফদার

পুনশ্চ

পর্ব ১

হাতেখড়ি

চায়ের তলানিটুকু গলায় ঢেলে খালি ভাঁড়খানা ভাঙা ড্রামের মধ্যে ছুড়ে দিল মণি।

আরও কয়েকশো ভাঁড়ের সংসর্গে আশ্রয় নেওয়ার আগে, সে যে পুরোপুরি খালি হয়নি, সেটাই প্রমাণ করার তাড়নায়, সামান্য যেটুকু চা তখনও গর্ভে পড়েছিল, সেটাই পাঠিয়ে দিল শিখরের ধোপদুরস্ত শার্টের উদ্দেশে।

ছিটকে সরে যেতে যেতে শিখর চিৎকার করে উঠল—'দিলি তো আমার শার্টটার বারোটা বাজিয়ে।'

মণি হাসল। যেন কিছুই হয়নি এমনি মুখ করে বলল, 'এই চায়ে চা নেই। দাগ বসে না। জল দিয়ে ধুয়ে নিবি, দাগ উঠে যাবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি স্টেপওয়াইজ বলে যাচ্ছি, তুই শুধু মিলিয়ে নে।'

পড়ন্ত রোদ বাসস্ট্যান্ডের মাথা টপকে মণির কপালে পড়েছে। হাতের উলটোপিঠে ঠোঁটের পাশে লেগে থাকা চায়ের দাগ মুছে মণি শুরু করল।

—বঙ্কিমের টেবিলের সামনে ভাঙা চেয়ারটায় তুই বসে আছিস, বসেই আছিস....ঠিক আছে?

ঘাড় নাড়ল শিখর।

—কিছুক্ষণ পরপর ঘড়ি দেখছিস। দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে ঘড়ি দেখাই

ছেড়ে দিলি। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালি, রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছলি, আবার চেয়ারে এসে বসলি। একজন টেবিলে টেবিলে খালি গ্লাসে জল ভরে দিচ্ছিল, তুই তখনও জানিস না ওর নাম জগা, জিজ্ঞেস করলি, বঙ্কিম কখন আসবে। জগা 'ঠিক নেই' অথবা 'বলতে পারব না' এরকম ভাসা ভাসা একটা জবাব দিয়ে চলে গেল।...কী ঠিক বলছি তো?

—একদম। বলে যা।

—যখন তোর মনে হতে শুরু করেছে, অনেক হয়েছে, আর বসে থেকে লাভ নেই, এবার ফিরে গেলেই হয়, তখনই চেয়ার টেনে সামনে এসে বসল এক মাঝবয়সি মানুষ। মাথার মধ্যিখানে টাক, দু'পাশে কাঁচাপাকা চুল, ঝুলে পড়া চশমা, কষে পানের দাগ। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর শুইয়ে ভুরুর ঘাম মুছতে মুছতে উঠে গেল।

—হল না। ক'টা স্টেপ বাদ গিয়েছে।

—যায়নি। ফাঁকগুলো ভরাট করে দিচ্ছি। হাতের ফোলিও ব্যাগখানা টেবিলের একপাশে শুইয়ে রেখেছে বঙ্কিম। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে টানাটা অর্ধেক ফাঁক করে রেখেছে। অন্যদের টেবিলে গ্লাশ থাকলেও বঙ্কিমের টেবিলে এতক্ষণ ছিল না—সেটাই ড্রয়ার থেকে বের করে টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে। আর একটা কাপড়ের ঝাড়নও পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

—ঠিক আছে।

—আড়চোখে তুই দেখছিস, বঙ্কিম বাইরে বারান্দায় বড়ো ফ্যানটার নীচে দাঁড়িয়ে শার্টের ওপরের দু'টো বোতাম খুলে কিছুক্ষণ হাওয়া খেল, তারপর তোর দিকে পিছন ফিরে কার্নিশে ঝুঁকে রাস্তার দৃশ্য দেখতে লাগল।

অধৈর্য লাগছিল শিখরের। মণি এমনভাবে বলে যাচ্ছিল, যেন সিনেমার চিত্রনাট্য। মণিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে। কিন্তু এর মানেটা কী বুঝিয়ে না দিলে....'

কান এঁটো করে হাসল মণি। গা জ্বলে গেল শিখরের।

—বোঝাচ্ছি। আগে বল, তুই কী করলি?

—আমি আবার কী করব? বসে বসে বঙ্কিমের কেরামতি দেখতে থাকলাম, আর ভাবতে শুরু করলাম, কতক্ষণে মুক্তি পাব।

—মুক্তি? দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলোকে চমকে দিয়ে হেসে উঠল মণি—'এর মধ্যেই মুক্তির রাস্তা খুঁজতে শুরু করলে গুরু? জ্বলুনির তো সবে শুরু। জ্বলতে জ্বলতে একদিন দেখবি তোরও মাথায় বঙ্কিমের মতো টাক গজিয়ে গিয়েছে। সেদিন মুক্তির কথা ভাবলেও ভাবতে পারিস।'

মণিটা হ্যাজাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। এ লাইনে ও-ই সিনিয়ার। দেড়বছর চাকরি করা হয়ে গেল মণির। দু'-একটা টিপস্ ওর থেকে জেনে নিতে না পারলে পদেপদে ঠোক্কর খেতে হবে।

শিখরের মুখ দেখে বোধহয় করুণা হল মণির।

বলল, 'শোন ছাগল, বঙ্কিমের প্রতিটা মুভ হচ্ছে এক-একটা সিগনাল। ধরতে পারলে তুমি আছো, নইলে ফেল।'

হাঁ হয়ে গেল শিখর—'সিগনাল?'

—ইয়েস। আবার সেই জায়গায় ফিরে যা। টেবিলের সামনে তুই, বঙ্কিমের চেয়ার খালি, বঙ্কিম বাইরে, তুই বসে বসে আঙুল চুষছিস। টেবিলের ওপর খালি গ্লাশ, জগা চারপাশে ঘুরঘুর করছে। ও আসলে জানতে চাইছে, গ্লাশে জল ঢালবে, না চা? চা হলে সেটা দু'টাকার, না পাঁচ টাকার? চায়ের সঙ্গে চারখানা নোনতা বিস্কুটও দেবে কি না। চায়ের পর ফিল্টার উইল্স পছন্দ বঙ্কিমের। সেটাও প্যাকেজের মধ্যে ধরবে কি না। তুই উল্লু চুপ করে বসে রইলি। জগাও হাতের ইঙ্গিতে বঙ্কিমকে সেটা কমিউনিকেট করে দিল।

—আর ড্রয়ারটা? শিখর জানতে চাইল।

—কেউ কেউ ঝুটঝামেলায় যায় না। সরাসরি ড্রয়ারে নোট ফেলে দেয়। বঙ্কিম নজর রাখে। এসে ড্রয়ারের টানা বন্ধ করে একগাল হেসে জানতে চায়—'বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিখর—'আমি তো কিছুই করিনি রে।'

—জানি তো করিসনি। মণির মুখখানা এবার থমথমে দেখাল—'করিসনি শুধু নয়, ভবিষ্যতেও করবি না। সবাই সবকিছু পারে না। আর করতে পারবি না বলেই তোর কপালে দুঃখ আছে।'

হঠাৎ বাস আওয়াজ করে উঠল। যে যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হুড়মুড় করে এসে বাসে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। কন্ডাক্টর ছাগল-গাদানোর মতো করে সব ক'জনকে বাসে তুলে একটা হুইস্‌ল মারল।

শিখর বাসে উঠতে উঠতে বলার চেষ্টা করল—'খবরাখবর নিস। এ লাইনে আমি নতুন। তুই-ই ভরসা। ঠেকায় পড়লে...'

ইঞ্জিনের আওয়াজে কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

শহর পেরিয়ে বাসটা যখন ডানদিকে ঘুরল, মন ভালো থাকলে অনেক কিছুই দেখতে পেত শিখর।

দেখতে পেত রাস্তার দু'পাশে ধানখেত। দু'-একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি হয়েছে

নিশ্চয়। গলা অবধি জল—সেখান থেকে মাথা তুলছে ধানগাছের মাথা, যেখানে টলটল করছে টিনএজার সুলভ আগ্রহী ঔৎসুক্য। ছোটো ছোটো জলাশয়। চারপাশে ঝুঁকে আছে তাল আর নারকেল গাছের সারি। দু'-এক পিস দামাল ছেলে গাছের গুঁড়ি থেকে ভল্ট খেয়ে পুকুরে সুইমিং প্র্যাকটিস করছে। পশ্চিমে ঝুঁকে পড়ছে সূর্য। ক্রমশ তাপ সংবরণ করছে দিনমণি।

কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বঙ্কিমের সিগনাল একটাও ধরতে পারেনি শিখর। সুতরাং দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বঙ্কিম যখন চেয়ারে এসে বসেছিল, মুখে ঝুলে থাকা একরাশ বিরক্তি, শিখর আর দেরি না করে বলে উঠেছিল—'আমি ডাক্তার। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চিঠি নিয়ে জয়েন করতে এসেছি। কুসুমনগর হেল্‌থ সেন্টার। এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। কী করতে হবে যদি একটু গাইড করেন।'

বঙ্কিম কি কথাগুলো শুনতে পায়নি?

নইলে কেন চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল?

এবারে গলা চড়াল শিখর—'শুনলাম, ডাক্তারদের এস্টাবলিশমেন্ট আপনিই দেখেন, জয়েন করতে গেলে কী কী ফর্মালিটিজ, আপনারই বলার কথা।'

শিখরের গলা শুনে অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখল। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমন মুখের ভাব করে যে যার টেবিলে বসে কাজ করতে লাগল।

এবারে বঙ্কিমের মুখের কাছে মুখ নিয়ে শিখর বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন আমি কী বলছি?'

বঙ্কিমের চোখে সামান্য নড়াচড়া দেখতে পেল শিখর। মুখ ঘুরিয়ে বঙ্কিম জবাব দিল—'শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমার কী করার আছে বুঝতে পারছি না।'

অবাক হয়ে গেল শিখর—'আপনি ডাক্তারদের ব্যাপারটা ডিল করেন না?'

—করি।

—তাহলে? আমার চিঠিতে যে পরিষ্কার লেখা আছে ১৬ অগাস্ট কুসুমনগর সাবসিডিয়ারি হেল্‌থ সেন্টারে জয়েন করতে হবে। জয়েন না করলে...

বঙ্কিম মুখের একটা ভঙ্গি করল। তারপর দু'হাত দিয়ে চারপাশ দেখিয়ে বলল, 'আপনার কী মনে হয়, এটা কুসুমনগর হেল্‌থ সেন্টার?'

থতমত খেয়ে গেল শিখর। আমতা আমতা করে বলল, 'তা নয়। কিন্তু চিঠিতে যে লেখা আছে জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসারের কাছে রিপোর্টিং, আর কুসুমনগর হেল্‌থ সেন্টারে জয়েনিং।'

এবারে দাঁত দেখিয়ে হাসল বঙ্কিম—'ওরে, তোরা শুনছিস, এই ডাক্তারবাবু

ভেবেছে আমিই সিএমওএইচ। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমি যেন সত্যিই সিএমওএইচ এর চেয়ারে বসতে পারি।'

ঘরের মধ্যে হাসির হররা উঠল। শিখরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বঙ্কিম উঠে বাইরে চলে গেল।

অসহায় লাগছিল শিখরের। ফিরে যাবে? জয়েন না করেই? অথচ আজকের ডেট-এ জয়েন না করলে যে চাকরি থাকবে না, সেটাও অর্ডারে পরিষ্কার লেখা আছে।

উঠে দাঁড়াল শিখর।

ঢোকার সময়ই দেখেছে, পর্দা টানা দরজা, জানলায় খসখস, দরজার পাশে পেতলের বোর্ড, সেখানে জ্বলজ্বল করছে—'ডক্টর এ. সি. দাস, চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেল্‌থ'।

হনহন করে হেঁটে পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকে পড়ল শিখর।

বাইরে টুলে বসে ঝিমোতে থাকা পিওন বোধহয় এতটা আশা করেনি। পাগলা কুকুরের মতো শিখরকে তাড়া করল—'এ কী করছেন? স্লিপ না পাঠিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লেন? চলুন, বাইরে চলুন।'

পিওনকে পাত্তা না দিয়ে সটান চেয়ারে বসে থাকা মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে শিখর বলল, 'আমার নাম শিখর চৌধুরি। পিএসসি-র অর্ডার নিয়ে এসেছি কুসুমনগর হেল্‌থ সেন্টারে জয়েন করতে। কী করতে হবে বুঝতে পারছি না।'

সামনের মানুষটির চোখের বিস্ময় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হতে মাত্র একমুহূর্ত লাগল।

খেঁকিয়ে উঠলেন—'তা আমার কাছে কেন? ডাক্তারদের এস্টাবলিশমেন্ট দেখে বঙ্কিম কুণ্ডু, ওর কাছে যান।'

—গিয়েছিলাম। উনিই আপনার কাছে পাঠালেন।

—বঙ্কিম? আমার কাছে পাঠাল? হতেই পারে না।...এই, যা তো, বঙ্কিমকে ডেকে নিয়ে আয়।

বেয়ারা পিছনে দাঁড়িয়ে আদেশের জন্যই অপেক্ষা করছিল। আদেশটা যদি অন্যরকম হত—'এই, এটাকে কান ধরে আমার ঘর থেকে বের করে দে তো,'—সঙ্গে সঙ্গে সেটাও পালন করা হত, শিখর বুঝতে পারছিল।

গাড়ির দুলুনি, পড়ন্ত বিকেলের ঠান্ডা হাওয়া, ক্লান্তি—সব মিলিয়ে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কি?

তাই হবে।